02 OCT 1988

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

047

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 OCT 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

পররাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন

আকাশবাণীর প্রচারে ঢাকা বিস্মিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ভারতীয় হেলিকপ্টার ফেরত যাবার ব্যাপারে বাংলাদেশ ভারতের কাছে কোনরকম ক্ষমা চায়নি। চাওয়ার ঘটনা ঘটেনি, প্রশ্ন ওঠে না। আকাশবাণীর এ ধরনের দু:খজনক প্রচারে বাংলাদেশ বিস্মিত দিল্লীতে হাইকমিশনকে বলা হয়েছে এর সরকারী ব্যাখ্যা নেয়ার জন্যে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী গতকাল শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। তিনি বলেন, বন্যা সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ পারস্পরিক ও আঞ্চলিক দু'ধরনের সহযোগিতায়ই উৎসাহী। ভারত কর্ম-সফরের মত আজ রোববার রাষ্ট্রপতি নেপাল যাচ্ছেন।

(শেষ পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

ঢাকা বিস্মিত

(১ম পাতার পর)

চীন ও ভুটান সফরের তারিখ চাওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মায়' আয়োজিত এ সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী (সাবেক সেচমন্ত্রী) আনিসুল ইসলাম মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। সেচ সচিব সৈয়দ শামীম হাসান ও পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ মোহসীনও ছিলেন।

হেলিকপ্টার ফেরতের ঘটনায় ক্ষমা প্রার্থনা সংক্রান্ত আকাশবাণীর প্রচারের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, লিখিত কার্যবিবরণীতে এমন কোন কথাও নেই। আর এ ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝিও হয়নি। রাষ্ট্রপতি এরশাদ ভারতীয় হেলিকপ্টারের সার্ভিসের প্রশংসা করেছেন এবং এটাও উল্লেখ করেন যে, কিছু ভারতীয় পত্র-পত্রিকার প্রতিক্রিয়া দুর্ভাগ্যজনক।

বাংলাদেশ আকাশবাণীর প্রচারের ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছে কীনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এর সরকারী ব্যাখ্যা নেয়ার জন্য দিল্লীস্থ হাইকমিশনকে বলা হয়েছে।

জনাব চৌধুরী বলেন, দু'পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠনে আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারা ক্ষুণ্ণ হল কী না, তৃতীয় দেশের বিশেষজ্ঞদের এতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কী না, সংযোগ খালের প্রস্তাব আবার বিবেচনায় আসবে কী না—এসব প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, টাস্ক ফোর্স বন্যা ও পানি বন্টনের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ রাখবে। টাস্ক ফোর্সে তৃতীয় দেশের বা বিশেষজ্ঞের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা নাকচ করা হয়নি। আলোচনার মাধ্যমে সুযোগ আছে। এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সাথে আলোচনার পর বন্যা সমস্যার ব্যাপারে করণীয় নির্ধারণের সুযোগ থাকবে। আমাদের লক্ষ্য হল, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। এসব নিয়ে ভারতের সাথেও এবার কথাবার্তা হয়েছে। ভারত সহযোগিতার বড় শরিক এটা ভুললে চলবে না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন সংযোগ খালের প্রস্তাব ১৯৭৮ সালে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

কিন্তু টাস্কফোর্স যখন পুরনো সমীক্ষাগুলো যাচাই করবে, তখন তো সংযোগ খালের প্রসঙ্গ আসবেই। আর '৭৮ সালে ভারতের প্রস্তাবে তো ব্রহ্মপুত্রে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য আসামে জলাধার নির্মাণের ও কথা রয়েছে। অতএব সে প্রস্তাব টাস্ক ফোর্সের বিবেচ্য বিষয় কেন হবে না? এ প্রশ্নের জবাবে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ব্যাখ্যা করেন, টাস্ক ফোর্স সমীক্ষাগুলো বিবেচনা করবে, কিন্তু সেগুলো গ্রহণে বাধ্য নয়। '৭৮ সালের প্রস্তাবের দুটি অংশ ছিল সংযোগ খাল ও ব্রহ্মপুত্রের উজানে জলাধার নির্মাণ। প্রথম অংশ আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি, দ্বিতীয়টি নয়। কোথায় জলাধার হবে সেটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখার বিষয়।

ভারতের সাথে সহযোগিতার ব্যাপারে আশাবাদ কেমন জানতে চাওয়া হলে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ইতিবাচক জবাব দিয়ে বলেন আমরা ভারতের সহানুভূতি ও সমর্থন চাই। তবে যখন এ প্রশ্ন করা হয়-আগেও ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার চেষ্টা হয়েছে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে। বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি নেপালের কাছে তথ্য উপাত্ত চেয়ে পায়নি। আর ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার ওপর গত বছর ভারতের যে পজিশন-পেপার তৈরীর কথা ছিল, তাও ভারত করেনি। অতএব, বাস্তব অবস্থাটা কি—তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করেন, ভারত পজিশন-পেপার দেয়নি আর নেপালও তথ্য-উপাত্ত দেয়নি

অপর এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, তিনবিঘাসহ সকল দ্বিপক্ষীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।